



13726 - শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা রাখার উপর নষিধোজ্জ্‌এগা

প্রশ্ন

শাবান মাসের অর্ধেকের পর রোযা রাখা ক'জায়যে? কারণ আমি শুনছিযে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের অর্ধের পর রোযা রাখতে বারণ করছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যখন শাবান মাসের অর্ধেক গত হবে তখন তোমরা আর রোযা রাখবে না।” [সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তরিমযি (৭৩৮), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৫১) এবং আলবানী ‘সহিহুত তরিমযি’ গ্রন্থে (৫৯০) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

এ হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, শাবান মাসের অর্ধেক গত হওয়ার পর রোযা রাখা নষিদিহ। অর্থাৎ ১৬ তারিখ থেকে।

কিন্তু অন্য কিছু হাদিসে এ দিনগুলোতেও রোযা রাখা জায়যে হওয়ার কথা এসছে। যমেন:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা রমযানের একদিন বা দুইদিন আগে রোযা রাখবে না। তবে কারো যদি রোযা থাকার অভ্যাস থেকে থাকে সে ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে।” [সহিহ বুখারী (১৯১৪) ও সহিহ মুসলিম (১০৮২)]

এ হাদিস প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তির রোযা থাকার অভ্যাস রয়েছে সে ব্যক্তির জন্য অর্ধেক শাবানের পরও রোযা রাখা জায়যে। যমেন যে ব্যক্তি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা থাকে। কিংবা যে ব্যক্তি নিয়মিত একদিন রোযা রাখে, একদিন রাখতে না ... এ ধরণে।

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটো শাবান মাস রোযা রাখতেন। গোটো শাবান মাসের কয়দংশ ছাড়া গোটো মাস রোযা রাখতেন। [সহিহ বুখারী (১৯৭০) ও সহিহ মুসলিম (১১৫৬), ভাষ্য মুসলিমেরে]

ইমাম নববী বলেন: আয়শো (রাঃ) এর উক্তি “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটো শাবান মাস রোযা রাখতেন।



গোটো শাবান মাসরে কয়িদংশ ছাড়া গোটো মাস রোযা রাখতনে”-র দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যরে ব্যাখ্যা। গোটো মাসরে ব্যাখ্যা হচ্ছ- মাসরে অধিকাংশ সময়। [সমাপ্ত]

এ হাদিসি প্রমাণ করে যে, শাবান মাসরে অর্ধকে গত হওয়ার পর রোযা রাখা বধৈ। কনিতু যে ব্যক্তি আগরে অর্ধকেরে সাথে পররে অর্ধকে মলিয়ি়ে রোযা রাখবে তার জন্য।

শাফয়েী মায়হাবরে আলমেগণ এ সবগুলো হাদিসি়ে উপর আমল করছেন। তারা বলনে:

শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধকেরে রোযা রাখা শুধু তাদেরে জন্য বধৈ হবে যাদেরে রোযা রাখার বিশিষে কোন অভ্যাস আছে কথিবা তারা প্রথম অর্ধকে থেকে রোযা রেখে আসছে।

তাদেরে অধিকাংশ আলমেরে মতে, বিশুদ্ধ মত হচ্ছ- হাদিসি়ে নষিধোজ্জ্গটি হারাম বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ছে।

তাদেরে কোন কোন আলমেরে মতে, -যমেন বুয়ানি- এখানে নষিধোজ্জ্গটি মাকরুহ অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে; হারাম অর্থে নয়।

[দখুন: আল-মাজমু (৬/৩৯৯-৪০০), ফাতহুল বারী (৪/১২৯)]

ইমাম নববী ‘রয়াদুস সালহেীন’ (পৃষ্ঠা-৪১২) গ্রন্থে বলনে:

“পরচ্ছিদে: অর্ধ শাবানরে পর রমযানরে একদনি আগরে রোযা পালন করার উপর নষিধোজ্জ্গ; তবে যে ব্যক্তি এর আগরে থেকে লাগাতার রোযা রেখে আসছে কথিবা যে ব্যক্তিরি অভ্যাসগত রোযা এতে পড়ে যায়, যমেন যার অভ্যাস হচ্ছ- সোমবার ও বৃহস্পতবার রোযা পালন করা তারা ঐ দনিসমূহে রোযা পালন করতে পারবে।”[সমাপ্ত]

সংখ্যা গরষিঠ আলমেরে মতে, অর্ধ শাবানরে পর রোযা রাখা নষিদিধ হওয়া সংক্রান্ত হাদিসি দুর্বল। এর ভিত্তিতে তারা বলছেন: অর্ধ শাবানরে পর রোযা রাখা মাকরুহ নয়।

হাফযে ইবনে হাজার বলনে:

সংখ্যা গরষিঠ আলমেরে মতে, অর্ধ শাবানরে পর নফল রোযা রাখা জায়যে। তারা এ ব্যাপারে বর্গতি হাদিসিকে দুর্বল বলনে। ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজিন বলছেন: হাদিসিটি মুনকার। [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত] আরও যারা হাদিসিটিকে দুর্বল বলছেন: বাইহাকী ও তাহাবী।

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে বলনে: ইমাম আহমাদ এই হাদিসি সম্পর্কে বলছেন: হাদিসিটি সংরক্ষিত নয়; আমরা এ হাদিসি সম্পর্কে আব্দুর রহমান বনি মাহদকি়ে জজ্জ্গেসে করছে: তিনি হাদিসিটিকে সহহি বলনেরি এবং আমাদেরে নকিট হাদিসিটি



রওয়ায়তে করনেন। তিনি এ হাদিসটি এড়িয়ে যতেনে। আহমাদ বলেন: আলা একজন নরিভরযোগ্য রাবী (বরণনাকারী); এ হাদিসটি ছাড়া তার অন্য কোন হাদিস মুনকার নয়।”[সমাপ্ত]

আলা হচ্ছনে- আলা বনি আব্দুর রহমান। তিনি এ হাদিসটি তার পতি থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণনা করছেন।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) তাহযবিসু সুনান গ্রন্থে এ হাদিসকে যারা দুর্বল বলছেন তাদের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। তার বক্তব্যের সারাংশ হল: এ হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শরতে উত্তীর্ণ সহহি হাদিস। এ হাদিসটি আলা এককভাবে বরণনা করলেও তাতে দোষের কিছু নই। যহেতে আলা একজন ছকাহ (নরিভরযোগ্য) রাবী। ইমাম মুসলিম তাঁর সহহি গ্রন্থে আলা-র সূত্রে তার পতি থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) কয়কেটি হাদিস সংকলন করছেন। এমন অনেকে হাদিস রয়েছে যগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নরিভরযোগ্য রাবীগণ এককভাবে বরণনা করছেন এবং মুসলিম উম্মাহ সবে হাদিসগুলো গ্রহণ করেছে ও সগুলো উপর আমল করেছে...। এরপর তিনি বলেন:

আর এ হাদিসটি শাবান মাসে রোযা রাখার প্রমাণবহনকারী হাদিসগুলোর সাথে সাংঘর্ষকি হওয়ার প্রসঙ্গে কথা হল: এ হাদিসদ্বয়ের মাঝে কোন সংঘর্ষ নই। কারণ ঐ হাদিসগুলো শাবানের প্রথম অর্ধের সাথে মলিয়ে দ্বিতীয় অর্ধের রোযা রাখার প্রমাণ বহন করে এবং ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযা দ্বিতীয় অর্ধে রাখার প্রমাণ বহন করে। আর আলা-র হাদিস কোন অভ্যাস ব্যতিরেকে কহিবা প্রথম অর্ধের সাথে না মলিয়ে স্বপ্রণোদতি হয়ে দ্বিতীয় অর্ধে রোযা রাখা নষিদিহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায় (রহঃ) শাবান মাসের অর্ধাংশ গত হওয়ার পর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন: এটি সহহি হাদিস; যমেনটি প্রিয়ি ভাই আল্লামা নাসরিদ্দীন আলাবানী বলছেন। আর হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছ- মাসের অর্ধকে শেষে হওয়ার পর নতুন করে রোযা রাখা শুরু করা। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অধিকাংশ মাস রোযা রেখেছে কহিবা গোটো মাস রোযা রেখেছে সে ব্যক্তি সুনতরেই অনুসরণ করেছে।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ (১৫/৩৮৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) রিয়াদুস সালহীন এর ব্যাখ্যায় (৩/৩৯৪) বলেন:

এমনকি হাদিসটি যদি সহহি সাব্যস্ত হয় তবুও হাদিসের নষিধোজ্জা হারাম অর্থে নয়। বরং শুধু মাকরুহ অর্থে। কোন কোন আলমে হাদিসটির এই অর্থই গ্রহণ করছেন। তবে, কারো যদি রোযা রাখার বশিষে অভ্যাস থাকে তাহলে সে ব্যক্তি অর্ধ শাবানের পরে হলেও রোযা রাখতে পারনে।[সমাপ্ত]

উত্তরে সারাংশ:

অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা হারাম হসিবে কহিবা মাকরুহ হসিবে নষিদিহ। তবে যে ব্যক্তির রোযা রাখার বশিষে কোন অভ্যাস আছে কহিবা যে ব্যক্তি অর্ধ শাবানের আগে থেকে রোযা রেখে আসছে তার ক্ষত্রে নষিদিহ হবে না। আল্লাহ্ই



সর্বজ্ঞঃ ।

এই নষিধোজ্ঞের গুট রহস্য হচ্ছে:

লাগাতার রোযা রাখার মাধ্যমে রমযানরে রোযা পালনে দুর্বল হয়ে পড়বে।

যদি কটে বলে যে, কটে যদি মাসরে শুরু থেকে রোযা রেখে আসে তাহলে তো সে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে?

জবাব হচ্ছে: যে ব্যক্তি শিবান মাসরে শুরু থেকেই রোযা রেখে আসছে তার কাছে রোযা রাখাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

এতে করে রোযা রাখার কষ্ট তার কাছে কম হয়।

আল-ক্বারী বলেন: নষিধোজ্ঞটি উম্মতরে প্রতি দয়াস্বরূপ তানযহিমূলক; যাতে করে তারা উদ্যমতার সাথে রমযানরে রোযা পালন করা থেকে দুর্বল হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ শিবান মাস রোযা পালন করবে সে তো রোযা পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে বধি় তার কষ্ট দূর হয়ে যাবে।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ ।